ভোরের কাগজ

তারিখ ... AUG 31 1999 ..
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

ক্লাস শুরুতে এতো অনীহা কেন?

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৮-৯৯ইং শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ অনার্স কোর্সের ক্লাস শুরুতে মাত্রাতিরিক্ত বিলম্ব হচ্ছে। সাধারণভাবে, এ বছরের জুন-জুলাই মাসে সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ভর্তির ফরম পূরণ, টাকা জমাদান তথা ভর্তির প্রায় সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও ক্লাস শুরুর তারিখ দেওয়া হয়েছে অক্টোবর মাসে। মাঝখানে আগস্ট ও সেপ্টেম্বর দুদুটি মাস থাকতেও অক্টোবরে কেন ক্লাস শুরু হবে তার যথার্থ কারণ বোধগম্য নয়। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরপরই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের (বিবিএ) ভর্তি পরীক্ষাগুলো সম্পন্ন হয়। তদুপরি, সায়েন্স, আর্টসের পরীক্ষাগুলো ঢাকার অনেক আগেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ হয়। অথচ তা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরুর তফাৎটা উল্লেখ করার মতো। যেখানে ঢাকায় প্রায় ২/৩ মাস ক্লাস হয়ে গেছে সেখানে চট্টগ্রামে ক্লাস শুরু হতে এখনো মাস দেড়েক বাকি।

কর্তৃপক্ষ হয়তো অজুহাত হিসেবে বলবেন, ঢাকায় কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করা হয়। তাই এতো তাড়াতাড়ি ক্লাস শুরু করাটাও সম্ভবপর হয়। এই দিকটি স্মরণে রেখেও নির্দ্বিধায় বলা যায় উভয়ের ক্লাস শুরুর এতো তফাৎ (প্রায় ৪/৫ মাস) আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিতে সেশনজট, ছাত্র ধর্মঘট, হরতাল, আন্দোলন প্রভৃতি কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখাটা অত্যন্ত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। সেখানে হাতের কাছে পাওয়া সময়টাকে এভাবে হেলায় নষ্ট করার আদৌ কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে এড়িয়ে ক্লাস শুরু করে দেওয়াটাই বাঞ্ছনীয় ছিল।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজটের যন্ত্রণা ভার্সিটির শিক্ষকবৃন্দ ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পারবেন। কেননা, একজন আদর্শ ছাত্রের কাছ থেকেই একজন আদর্শ শিক্ষকের উৎপত্তি। তবে দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য, আমাদের চরিত্রটা এমন যে, ছাত্রজীবনে অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেও প্রতিষ্ঠাজীবনে এসে তার সবকিছু বেমালুম ভুলে যায়। আশা করি, ভার্সিটির শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ এদিক দিয়ে ব্যতিক্রম হবেন এবং অনতিবিলম্বে ক্লাস শুরু করতে উদ্যোগী হবেন।

মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন
বিবিএ (ফিন্যান্স) চ.বি